

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

227726 - যবে ব্যক্ত কিসমরে ওয়াজবি কাফ্ফারা অনাদায় রখে মারা গলে

প্রশ্ন

যদি কউে কসমরে ওয়াজবি কাফ্ফারা অনাদায় রখে মারা যায় তাহলে তার নকিটাত্মীয়দের কী করণীয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি কোন মুসলমি কসমরে ওয়াজবি কাফ্ফারা অনাদায় রখে মারা যায় তাহলে তার অভভাবকদের (ওয়ারশিদরে) উপর ওয়াজবি পরতিযক্ত সম্পত্তি বণ্টন করার আগে কাফ্ফারা আদায় করা। কসমরে কাফ্ফারা হচ্ছ: একটি গোলাম আযাদ করা কথিবা দশজন মসিকীনকে খাদ্য দান কথিবা তাদেরকে পোশাক দান। এ বিষয়ে বিস্তারতি জানতে 45676 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

তবে খরচ যটোতে সবচেয়ে কম হয় সটোর মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করা বাঞ্ছনীয় (বর্তমানে সটো হচ্ছ খাদ্যদান)। যহেতু এখন পরতিযক্ত সম্পত্তির সাথে ওয়ারশিদরে হক সম্পৃক্ত হয়ে গছে। যদি কাফ্ফারা আদায়ে বেশি খরচ হয় এতে ওয়ারশিরা কষ্টগ্রস্ত হবে। তবে তারা যদি সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে কাফ্ফারা পরশিোধ করতে চায় তাহলে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত তাদেরই।

'মুগনলি মুহতাজ' কতিবে (৬/১৯২) বলেন:

"কউে যদি কাফ্ফারা অনাদায় রখে মারা যান তখন ওয়াজবি হল তার পরতিযক্ত সম্পত্তি থেকে নমিনতম মূল্যেরে শ্রণৌ দিয়ে কাফ্ফারাটা আদায় করা।"[সমাপ্ত]

আর যদি মৃতব্যক্তি গরীব হয় এবং কোন সম্পদ রখে না যায় তাহলে তার দায়তিবে ওয়াজবি হওয়া কাফ্ফারা হচ্ছ তিনিদনি রোযা রাখা। সক্ষেত্রে মৃতেরে অভভাবকরে জন্য তার পক্ষ থেকে রোযা রাখা মুস্তাহাব। অভভাবক রোযা রাখার স্থানবে প্রতদিনেরে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াতে পারনে।

স্থায়ী কমটির আলমেগণকে জিজ্ঞেসে করা হয়ছেলি:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এক ব্যক্তি মারা গছেন। তার উপর রমযানরে দশটি রোযার কাযা পালন বাকী আছে। সে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে সুস্থ হয়েছিল। কিন্তু তনিকিয়া পালনে অবহলো করছেন। মৃতব্যক্তির অভিবক কিতার পক্ষ থেকে রোযাগুলো রাখবে; নাকি অভিবকরে রোযা রাখাটা শুধু মানতরে রোযা ও কাফফারার রোযার সাথে খাস?

জবাবে তারা বলেন: তনি যি রোযাগুলো ভেঙেগছেন তার অভিবকরে সে দিনগুলোর রোযা রাখা শরয়িতসম্মত। দলিল হচ্ছো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মারা যায় তার উপর কিছু রোযা পালন বাকী আছে তার পক্ষ থেকে তার অভিবক রোযাগুলো পালন করবে"। এ হাদিসটি আম (সাধারণ)। সঠিকি মতানুযায়ী এর বধিন রমযানরে রোযা, মানতরে রোযা, কাফফারার রোযা সব রোযাকে শামলি করবে। [ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (৯/২৬৩) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

"ভুলক্রমে হত্যার ক্ষত্রে কাফফারা ওয়াজবি হয়...। আর যদি কোন লোকরে উপর কাফফারা ওয়াজবি হয় কিন্তু সে কাফফারা অনাদায় রেখে মারা যায় তখন তার অভিবক তার পক্ষ থেকে ষাটজন মসিকীনকে খাওয়াবে। এটি হচ্ছো রোযার পূরতিস্থাপন; যা পালন করত তা শক্তি অপারগ হয়েছে। যদি রমযানরে রোযার জন্য তার পক্ষ থেকে মসিকীন খাওয়ানো যায় তাহলে কাফফারা ক্ষত্রে খাওয়ানো আরও বেশি যুক্তযুক্ত"। [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/১৭০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল্লাহ আত্ তাইয়্যার (হাফযিহুল্লাহ) বলেন:

"যে ব্যক্তি তার কসমরে কাফফারা অনাদায় রেখে মারা যান তার পক্ষ থেকে তার অভিবক কি কসমরে কাফফারা পরশোধ করবে?

জবাব: এ হুকুমরে ক্ষত্রে আলমেগণ মতবরিোধ করছেন। সঠিকি অভিমিত হচ্ছো (আল্লাহই সর্বজ্ঞ) তার অভিবকরে উপর আবশ্যিক তার সম্পদ থেকে কাফফারা পরশোধ করা। যদি মৃতব্যক্তির সম্পদ থাকে তাহলে অভিবকরে উপর ওয়াজবি তার পক্ষ থেকে মসিকীন খাওয়ানো কথি বা বস্তুদান করা কথি গোলাম আযাদ করার মাধ্যমে কাফফারা পরশোধ করা। আর যদি তার কোন সম্পদ না থাকে তাহলে আলমেদরে সঠিকি মতানুযায়ী তার পক্ষ থেকে তার অভিবক কথি বা অন্য কটে রোযা রাখবে। তবে রোযা রাখা কি ওয়াজবি; নাকি মুস্তাহাব? এটি আলমেদরে মাঝে মতবরিোধপূরণ"। [সমাপ্ত]

<https://draltayyar.com/books/8153/>

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।